যুদ্ধ কাকে বলে?

যুদ্ধ হল দুটি বা ততোধিক রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ, যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সহিংস পন্থায় দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা হয়।

পারমাণবিক যুদ্ধ কাকে বলে?

পারমাণবিক যুদ্ধ হলো এমন এক ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষ, যেখানে পক্ষগুলোর মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংস, তেজস্ক্রিয়তা ও মানবিক বিপর্যয় ঘটে।

ছায়া যুদ্ধ কাকে বলে

বর্তমান বিশ্বের সমস্ত দেশ মনে করে যে প্রথাগত যুদ্ধ এখন ক্ষতিকর ও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। এ-জন্য বিশ্ব জুড়ে স্বল্প ব্যয়ের যুদ্ধের অনুসন্ধান চলছে। প্রথাগত যুদ্ধের বিকল্প স্বল্প ব্যয়ের একধরনের যুদ্ধকলাকে ছায়া যুদ্ধ বা নকল যুদ্ধ বলে।

জৈব যুদ্ধ কাকে বলে?

জৈব যুদ্ধ হল এমন একটি যুদ্ধপ্রক্রিয়া যেখানে জীবাণু ,ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক ইত্যাদি বা জীবাণুযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয়। এর মাধ্যমে মানুষের, পশুর বা গাছপালার রোগ সৃষ্টি করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো হয়।

গেরিলা যুদ্ধ কী ?

গেরিলা যুদ্ধ হল একটি অপ্রথাগত যুদ্ধপ্রণালী, যেখানে ছোট ছোট যোদ্ধাদের দল শত্রুর বিরুদ্ধে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত সরে পড়ে। এই যুদ্ধ পদ্ধতি মূলত দুর্বল ও কমসংখ্যক বাহিনী কর্তৃক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। এটি এক ধরনের প্রতিরোধ যুদ্ধ।

স্থল যুদ্ধ কি

স্থলভাগকে আশ্রয় করে সাধারণত পদাতিক সৈন্যের দ্বারা যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাকে স্থল যুদ্ধ বলে ।

আকাশ যুদ্ধ কি

আকাশ যুদ্ধ বলতে বোঝায়—বিমান, হেলিকপ্টার, ড্রোন বা অন্যান্য উড়ন্ত যন্ত্র ব্যবহার করে আকাশে সংঘটিত সামরিক যুদ্ধ বা লড়াই। এই ধরনের যুদ্ধ প্রধানত আকাশপথে পরিচালিত হয় এবং এর লক্ষ্য শত্রুর বিমান, স্থল বাহিনী, বা সামরিক স্থাপনাগুলিকে ধ্বংস করা।

নৌ যুদ্ধ কি

শত্রুর আক্রমণ থেকে জাতীয় জলসীমা রক্ষা করতে নৌ-বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হয়। ফলে জাতীয় জলসীমায় শত্রুর আক্রমণ ঘটলে দেশের নৌ-বাহিনী বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ জাহাজ বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে স্থল ও বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় জাতীয় জলসীমায় যে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাকে নৌ-যুদ্ধ বলে।

মাও সে তুং কে ছিলেন?

মাও সে তুং ছিলেন একজন বিখ্যাত চীনা রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী, চিন্তাবিদ এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের একজন। তিনি 1949 সালের চীনের গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং এর প্রথম নেতা ছিলেন।

যুদ্ধের দুটি কারন লিখ

1) একটি দেশের অন্য দেশের জমি বা অঞ্চল দখল করার চেষ্টা থেকেই প্রায়ই যুদ্ধ শুরু হয়।
2) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, শাসন পরিবর্তন বা রাজনৈতিক মতভেদের কারণে যুদ্ধ হতে পারে।